Naya Jamana Evening Edition.....1 June....._Layout 1 05-07-2025 18:41 Page 1

বগুলা নেশা মুক্তি কেন্দ্র
উন্নত মানের চিকিৎসার মাধ্যমে
সমস্ত রকম নেশার
আসক্তি থেকে মুক্তি প্রদানের
একমাত্র ঠিকানা
আমাদের তিনটি শাখাঃ বগুলা, আসাননগর, চাপরা
যোগাযোগ ৯৪৭৪৭ ৪১৩২৭

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ

বগুলা নেশা মুক্তি কেন্দ্র
উন্নত মানের চিকিৎসার মাধ্যমে
সমস্ত রকম নেশার
আসক্তি থেকে মুক্তি প্রদানের
একমাত্র ঠিকানা
আমাদের তিনটি শাখাঃ বগুলা, আসাননগর, চাপরা
যোগাযোগ ৯৪৭৪৭ ৪১৩২৭

২০ আষাঢ় ।। ১৪৩১।। শনিবার ।৫ জুলাই ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ।। ২ পাতা

আজ মাসির বাড়ি থেকে ফেরার পালা, উলটোরথে শহরে যানজটের আশঙ্কা

ঝাড়খণ্ডে পরিত্যক্ত খনির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত অন্তত ৪, অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা

জন্মহার বাড়াতে মরিয়া চিন! সন্তান হলেই মোটা অর্থের প্রতিশ্রুতি জিনপিং সরকারের

দেশের বৃহত্তম মেডিকেল দুর্নীতি

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ দেশের বৃহত্তম মেডিকেল দুর্নীতি। কোটি কোটি টাকা তছরূপ।তদন্তে নেমে সিবিআই এবং ইডি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আট জন আধিকারিক যুক্ত। এছাড়া পাঁচজন চিকিৎসকের নাম উঠে এসেছে। আর এই মেডিকেল দুর্নীতিতে খোঁজ মিলেছে স্বঘোষিত এক ধর্ম গুরুর। জানা গিয়েছে, জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের পাঁচ জন চিকিৎসক পরিদর্শক হিসেবে লাখ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যে আটজন আধিকারিকের নাম পাওয়া গিয়েছে তারাও এই কেলেঙ্কারিতে সরাসরি যুক্ত বলে জানতে পেরেছে সিবিআই। ঘুষের টাকা হাওলায় মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। এই হাওয়ালা নিয়ে ইডি পৃথকভাবে তদন্ত করছে। অভিযোগ জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শক চিকিৎসকরা ঘুষ নিয়ে ছাড়পত্র দিয়েছিল। বাস্তবে দেখা গিয়েছে ওইসব মেডিকেল কলেজে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। শিক্ষকের অভাব। আর এই ডাক্তারি পড়ুয়া দের ভর্তি করে লাখ লাখ টাকা ফাটিয়ে নেওয়া হয়েছে। সিবিআই এর অভিযোগ এই বেআইনি কাজে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একশ্রেণীর আমলা সরাসরি যুক্ত। রায়পুরের শ্রী রাওয়াতপুর ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের গুরুগ্রাম থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের একাধিক মেডিকেল কলেজে জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শকরা লাখ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে। এক মাস আগে মুর্শিদাবাদের এনাটমি বিভাগের প্রধান দক্ষিণ ভারতের একটি মেডিকেল কলেজে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরে বর্ধমানে ওই ডাক্তারের বাড়ি থেকে নগদ ৭০ লক্ষ টাকার বেশি বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। ওই ডাক্তারকেও সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। রায়পুরের মেডিকেল কলেজের ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্বঘোষিত ধর্ম গুরু হলেন রবিশঙ্কর মহারাজ। একটি সূত্র জানাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেসরকারি যেসব মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে সেখানে ছাত্রভর্তি নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি কলেজ সিবিআই স্ক্যানার এ রয়েছে। এনআরআই কোটার নামে লাখ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে এইসব বেসরকারি কলেজে ছাত্র ভর্তি করানো হয়। ডাক্তার হওয়ার জন্য যেভাবে টাকা রোজগার হচ্ছে তা নিয়ে সিবিআই এবং ইডি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

শিশু মৃত্যুকে ঘিরে হাসপাতলে বিক্ষোভ, পুলিশে অভিযোগ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ চার বছরের এক শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হল কল্যাণীর জহরলাল নেহরু হাসপাতাল। উত্তেজনা এতটাই বেড়েছিল যে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কিন্তু বিক্ষোভ এত বড় ছিল পুলিশকে তা সামলাতে সমস্যায় পড়তে হয়। গত মঙ্গলবার নদীয়ার মোহনপুরের একটি শিশু মাথায় যন্ত্রনা এবং বমি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসকরা ওই শিশুর পরিস্থিতি দেখে সিটি স্ক্যান করে। দেখা যায় ওই শিশুর মাথায় জল জমেছে। হাসপাতালে রেডিওলজি বিভাগের ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন চিকিৎসা হচ্ছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু এরপরেই হাসপাতালের ডাক্তাররা এমআরআই সিটি স্ক্যান করার জন্য বলেন ওই শিশুর অভিভাবকদের। তখন তারা জানায় রেডিওলজি বিভাগ বলছে ভালো আছে। তাহলে কেন এমআরআই স্ক্যান করাবেন। শিশুর বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ ডাক্তাররা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। বুধবার মধ্যরাতে ডাক্তারদের চাপাচাপিতে বাড়ির লোকজন কনসেন লেটারের সই করেন এমআরআই স্ক্যান করার জন্য। ওই স্ক্যান করার জন্য শিশুটিকে ইনজেকশন দেয়া হয় অজ্ঞান করার জন্য। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় তো স্ক্যান হলেও বেড়ে দেওয়ার পর ওই শিশুর জ্ঞান আর ফেরেনি। ২৪ ঘন্টা পর ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। শিশুর পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসায় গাফিলতির জন্যই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর জন্য দায়ী হাসপাতালে চিকিৎসক থেকে নাসরা।তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই শিশুর বাড়ির লোকজন। একটা সময় ভাঙচুর করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। দ্রুত পুলিশ আসে। পুলিশ এসেও পরিস্থিতি প্রথমে বাগে আনতে পাচ্ছিল না।

বিকল রেক, দু'ঘণ্টার বেশি বন্ধ মেট্রো পরিষেবা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সপ্তাহের শুরুতে গত সোমবার দুই দফায় মেট্রো চলাচল বিঘ্নিত হয়েছিল। এবার সপ্তাহের শেষ দিন আজ শনিবার আবারও সকাল থেকে মেট্রো চলাচল বিপর্যস্ত। সকাল নটার পর থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত কবি সুভাষ থেকে ডাউন লাইনে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে যতীন দাস পার্ক স্টেশনে একটি রেক বিকল হয়ে যায়। এর ফলে মেট্রোপরিষেবা বন্ধ রাখ া হয়। বেলা ১১ টার কিছু পরে আবার

মেট্রো পরিষেবা চালু হয়। অফিস টাইমে এভাবে মেট্রো চলাচল বিপর্যস্ত হওয়ায় অফিস যাত্রীদের নাকাল হতে হয়। শনিবার ছিল উল্টোরথ। স্কুল কলেজ ছুটি থাকলেও অফিস ছুটি ছিল না। এরফলে সমস্যায় পড়তে হয় অফিস যাত্রীদের। বেলা ১১ টার পর ধীরে ধীরে মেট্রো পরিষেবা আবারও চালু হয়। গত সোমবার সপ্তাহের শুরুতে বৃষ্টির জন্য চাঁদনী চক ও সেন্ট্রাল এর মাঝে রেল লাইনে জল ঢুকে যায়। এরফলে সব চাই শুরুতেই মেট্রো চলাচল বিঘ্নিত হয়। ঐদিনই মেট্রো চালু হওয়ার পর বেলগাছিয়া স্টেশনে একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এর ফলেও মেট্রো চলাচল বিপর্যস্ত হয়। আর এবার সপ্তাহের শেষ দিনে মেট্রো চলাচল বিঘ্নিত হল।

Naya Jamana Evening Edition.....1 June....._Layout 1 05-07-2025 18:41 Page 2

উল্টোরথে জেলায় জেলায় দুর্যোগ

জারি হলুদ ও কমলা সতর্কতা

নয়া জামানা ঃ উল্টোরথের দিন রয়েছে জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। হাওয়া অফিস শুক্রবার থেকে রবিবার অবধি কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল। শুক্রবার প্রায় সারাদিনই কলকাতা সহ দক্ষিণের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। শনিবারও সকাল থেকে আকাশ মেঘলা রয়েছে।

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা কলকাতার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাবে টানা দু,তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। আগামী অন্তত সাতদিন উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনি ও রবিবার হুগলি, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ভারী বৃষ্টি হবে দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে। সেই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ খানিকটা কমবে। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। তবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি থাকবে। কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রবিবার। তবে সমুদ্রে আপাতত কোনও সতর্কতা নেই।এদিকে, টানা সাতদিন ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে। ওপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। তবে শনি ও রবি বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৬ ডিগ্রি কম।

উল্টোরথে সাজ সাজ রব দিঘায়

থাকছে অন্নভোগের ব্যবস্থা

নয়া জামানা ঃ শনিবার উল্টোরথ। সাজ সাজ রব দিঘায়। আজ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ফিরবেন মাসির বাড়ি থেকে নিজধামে। শনিবার সকালেই মহাপ্রভুর আরতি ও ভোগ অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে দিনের অনুষ্ঠান। দুপুরে মধ্যাহ্নের অন্নভোগের আয়োজনও হয়েছে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে দুপুর দেড়টা নাগাদ জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা মাসির বাড়ি থেকে রথে চড়বেন। রথে দেবতাদের সাজানোর কাজ চলবে তখনও। চলবে তিনটি আরতির অনুষ্ঠান।আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বিকেল ৪টের সময় গড়াবে রথের চাকা, গন্তব্য নিজধাম। দিঘা জুড়ে উল্টোরথ উপলক্ষে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ। রথযাত্রা ঘিরে ধুমধাম আয়োজন করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা। বিশেষ আকর্ষণ মধ্যাহ্নে দশ হাজার ভক্তের জন্য অন্নভোগের ব্যবস্থা করেছেন আয়োজকরা।এদিকে উল্টোরথ উপলক্ষে দিঘায় নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে দিঘায়। মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা।

ড্রোনের সাহায্যেও চলবে নজরদারি। তাছাড়া ওয়াচটাওয়ার থেকেও নজরদারি চালানো হবে। পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা সকাল থেকেই মোতায়েন থাকছেন। হেলিপ্যাড ময়দানে থাকছে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স।

এক রাতের সহবাসে কারা বেশি অনুতপ্ত হন ?

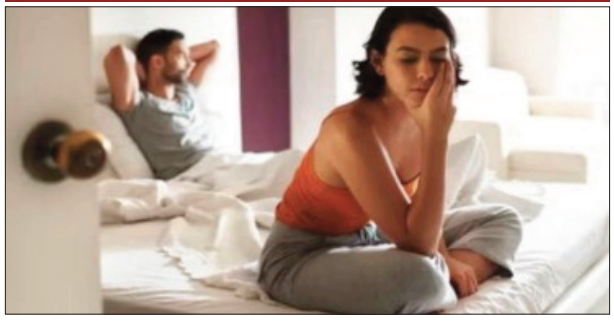

নয়া জামানা ঃ এক রাতের সহবাসে কি মনের কোনও স্থান নেই? শরীরী মিলনের মুহূর্তে উত্তেজনার ঝড়, কিন্তু পরদিন বুকে চেপে বসে অনুশোচনার ভার;বিশেষত নারীদের জন্য! একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, এক রাতের সম্পর্ক বা 'ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড'-এর পর ৩৫ শতাংশ নারী অনুশোচনার কথা জানিয়েছেন। এর প্রধান কারণ;লজ্জা, আবেগের সংযোগের অভাব ও সামাজিক মর্যাদার শঙ্কা।ন অন্যদিকে, মাত্র ২০ শতাংশ পুরুষ এমন সম্পর্কের জন্য অনুশোচনা করেন। তবে তাদের অনুশোচনার ধরন ভিন্ন;তারা পস্তান তআরও সুযোগদ হাতছাড়া হওয়ার জন্য! কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে (যেমন বিয়ে) ছবিটা একেবারে উল্টো। গবেষণাটি জানাচ্ছে, পুরুষেরা বেশি আফসোস করেন কাকে বিয়ে করেছেন তা নিয়ে। মূলত আবেগগত সহানুভূতির অভাব, কথাবার্তার ঘাটতি কিংবা স্বাধীনতা হারানোর অনুভূতিই থাকে সেই অনুশোচনার মূলে।এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলছে, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী যৌন ও সম্পর্কগত সিদ্ধান্ত;দুইটি লিঙ্গের উপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। শরীর শুধু শরীরই নয়, আবেগ ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মুহূর্তের সুখের পিছনে থাকতে পারে দীর্ঘমেয়াদী মানসিক খরচ;বিশেষ করে নারীদের জন্য।

টেক্সাসে নদীতে হড়পা বান, মৃত অন্তত ২৪

নয়া জামানা ঃ প্রবল বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত আমেরিকার টেক্সাস। ভারী বৃষ্টিপাতে কারণে টেক্সাসের গুয়াদালুপে নদীতে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন অনেকেই। এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা। টেক্সার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিখোঁজদের মধ্যে ২৩ থেকে ২৫ জন স্কুলছাত্রী রয়েছে গুয়াদালুপে নদীর তীরে সামার ক্যাম্প করতে গিয়েছিল। এক রাতে ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের পর, সান আন্তোনিও থেকে প্রায় ১০৫ কিলোমিটার (৬৫ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে দক্ষিণ-মধ্য টেক্সাস হিল কান্ট্রিতে অবস্থিত কের কাউন্টির কিছু অংশে আকস্মিক বন্যার কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা। টেক্সাসের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ড্যান প্যাট্রিক জানিয়েছেন, প্রায় ৭০০ জন ওই ক্যাম্পটিতে ছিল। তার মধ্যে ২৩ জনের খোঁজ মিলছে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা মারা গিয়েছে। ওই পড়ুয়ারা হয়তো হারিয়ে যায়নি। তারা প্রাণ বাঁচাতে গাছের উপর আশ্রয় নিয়েছে বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে।ড্যান আরও জানিয়েছেন, শুক্রবার টেক্সাসের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে গুয়াদালুপ নদীর জলের উচ্চতা ৮ মিটার (২৬ ফুট) বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪টি হেলিকপ্টার এবং এক ডজন ড্রোন এবং উদ্ধারকারী দলগুলি উদ্ধারকাজ জারি রেখেছে। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ওই এলাকাগুলিতে আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

সত্যিকারের বউবাজার

নয়া জামানা ঃ কলকাতার বউবাজারে যেমন 'বউ' মেলে না, তেমনই বুলগেরিয়ার এক বাজারে সত্যিকারের বউ কেনাবেচা চলে;তাও পুরো প্রথাগতভাবে, বছরের পর বছর ধরে। পূর্ব ইউরোপের দেশ বুলগেরিয়ার স্তার জাগোর নামক স্থানে অবস্থিত এই অদ্ভুত 'বউ বাজার'। এই বাজারে কনেরা আসেন তাদের পরিবারসহ, আর পাত্রপক্ষ আসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। বাজারে উপস্থিত মেয়েদের দেখে পছন্দ হলে শুরু হয় দর কষাকষি। মেয়েটির পরিবার যদি নির্ধারিত মূল্য গ্রহণে রাজি হয়, তবে ছেলের পরিবার মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং তাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দেয়।মূলত সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কালাইদঝি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে যেসব মেয়ের বিয়ে হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাদেরই এখানে আনা হয় সম্ভাব্য পাত্রের জন্য। তবে এই বাজারে অংশ নেওয়ার রয়েছে কড়া কিছু শর্ত। মেয়েটিকে হতে হবে কুমারী, পরিবারকে হতে হবে দরিদ্র। ধনী পরিবারের মেয়েদের এখানে আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর যাকে 'কেনা' হচ্ছে, তাকে অবশ্যই পরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে;এর অন্যথা হলে সমাজে অপমানজনক বলেই বিবেচিত হয়।সরকারিভাবেও এই প্রথার অনুমোদন রয়েছে, যদিও আধুনিক বিশ্বের চোখে এটি নৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। তবুও স্থানীয়দের কাছে এটি ঐতিহ্যবাহী ও বাস্তবতা-নির্ভর এক ধরনের বিবাহপ্রথা, যা এখনও টিকে আছে সময়ের ছাপ সহ

এই ইনজেকশনেই চড়চড়িয়ে বাড়বে পুরুষাঙ্গ !

নয়া জামানা ঃ পুরুষাঙ্গ মোটা করার জন্য হায়ালুরোনিক অ্যাসিড ইনজেকশন নেওয়ার প্রবণতা ব্রিটেনে দ্রুত বাড়ছে। পুরুষদের আত্মবিশ্বাস ও শরীর নিয়ে উদ্বেগ থেকেই এই ধরণের কসমেটিক ট্রিটমেন্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিখ্যাত দুই কসমেটিক সার্জারি সংস্থা;মুরগেট অ্যাস্থেটিক্স ও অ্যান্ড্রোফিল জানিয়েছে, তারা এখন প্রতি মাসে যৌথভাবে প্রায় ৭০০টি পরামর্শের অনুরোধ পাচ্ছে, যেখানে তিন বছর আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১০। একই সময়ে এই ইনজেকশনের সংখ্যাও বেড়েছে বিশ গুণ;এখন মাসে ১৩০টির বেশি ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....1 June....._Layout 1 05-07-2025 18:41 Page 3

ছাদে ফুটে থাকা স্বপ্নের পদ্ম

কোচবিহারের বুবাইয়ের ছাদবাগান এখন রাজ্যের গর্ব

জিতেশ ঘোষ ● নয়া জামানা

শহরের কোলাহল পেরিয়ে যখন কোচবিহারের গুড়িয়াহাটীর দিকে এগোবেন, তখন একটা সাধারণ দোতলা-তিনতলা বাড়ির ছাদে যদি চোখে পড়ে রঙিন, শোভাময় এক পদ্মবাগান; বিস্ময় আর বিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনি খানিক থমকে যাবেন। কারণ এই রাজ্যে যেখানে পদ্মচাষ মানেই কাদাজল, পুকুর, ঝুঁকি আর পরিশ্রমের এক যুগলবন্দি, সেখানে যদি কেউ বলেন, তআমি পদ্ম চাষ করি আমার বাড়ির ছাদেদ; তা নিঃসন্দেহে শোনাবে রূপকথার মতই। আর সেই রূপকথাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন কোচবিহারের এক তরুণ ছাত্র বুবাই দে।

করোনা মহামারির সময় যখন চারদিক নিস্তব্ধ, মানুষ ঘরবন্দি, জীবনের গতি থেমে গিয়েছে হঠাৎ করেই; তখন অনেকেই একঘেয়েমি আর অস্থিরতায় সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গতাকেই সৃজনশীলতায় রূপান্তর করেছিলেন বুবাই। এম এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, কিন্তু তার চিন্তা আর চর্চা ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের বাইরেও অনেক বড় কিছুতে পৌঁছেছে। মাত্র ৫০০ টাকা পুঁজি আর কিছু পদ্মের চারা দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই ফুল চাষের গল্প। প্রথমে পরিবারের সদস্যরাও সংশয় নিয়ে দেখেছিলেন, ছাদে পদ্ম চাষ? তাও আবার কোচবিহারের আবহাওয়ায়? কিন্তু বুবাই থেমে থাকেননি। ধৈর্য, নিষ্ঠা আর পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি একের পর এক টব প্রস্তুত করেছেন, প্রয়োজনমতো জল, সারের সমন্বয় করে তৈরি করেছেন ছাদবাগানের আদর্শ পরিবেশ। ফলত আজ, তার ছাদে ফুটে রয়েছে প্রায় শতাধিক প্রজাতির হাইব্রিড পদ্ম।এই পদ্মবাগান কেবল চোখের আরাম নয়, এটি বুবাইয়ের কাছে এক বিকল্প জীবনের শুরু। জলাশয়ের পদ্ম চাষের চেয়ে ছাদে পদ্ম চাষ নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং নিয়ন্ত্রিত। যেখানে পুকুরে চাষ করতে গিয়ে চাষিদের নেমে যেতে হয় হাঁটুসমান কাদাজলে, ঝুঁকি থাকে জলজ প্রাণীর, এমনকি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে; সেখানে ছাদে ফুল ফোটানোর এই কৌশল যেন যুগান্তকারী উদ্ভাবন। অনেক সময় সংবাদে উঠে আসে, পদ্ম তুলতে গিয়ে কেউ সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন, কেউ বা ডুবে গিয়েছেন গভীর জলে। অথচ ছাদে বসে, টবের মধ্যে যত্ন করে পদ্ম চাষ করলে সে সমস্ত ভয়ই দূর হয়ে যায়।পদ্ম ফুলের বাজারমূল্য কখনওই কম ছিল না। আর তা বেড়ে যায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে, যখন দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও কালীপুজোর মরসুম ঘনিয়ে আসে। দেবী দুর্গার পুজোয় পদ্ম অপরিহার্য, কারণ মর্ত্যে আগমনের সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এই পবিত্র ফুল দিয়ে। লক্ষ্মী আর শ্যামা পুজোয়ও গোলাপি ও সাদা পদ্মের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। সে সময় একটি ভালো মানের পদ্মের দাম ৭০,৮০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়, কখনও তা ছাড়িয়েও যায়। অন্য সময়গুলোতেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, যোগশিবির বা বৌদ্ধ পূর্ণিমার মতো অনুষ্ঠানে এই ফুলের কদর থাকেই।বুবাই এখন নিজের ছাদেই পদ্মের বীজ থেকে চারা তৈরি করেন। শিখে ফেলেছেন চারা বাছাই, রোপণ, জলসেচ, রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি। কোথাও ইউটিউব দেখে, কোথাও অনলাইন হর্টিকালচার ক্লাসে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন নিজের স্বপ্নের জগৎ। আজ বিভিন্ন শহরের ফুল ব্যবসায়ীরা আগাম বুকিং দিয়ে রাখেন বুবাইয়ের বাগানের ফুলের জন্য। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, নদীয়া, বীরভূম এমনকি অসম থেকে ক্রেতারা খোঁজ নেন; বুবাই দে-র পদ্ম মিলবে? একটা সময় পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে জলাশয়ভিত্তিক পদ্ম চাষ ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে যেসব জায়গায় পুকুরের জোগান ভালো, সেখানে বর্ষার পর পদ্ম ফোটার মৌসুমে জমজমাট হয়ে উঠত স্থানীয় বাজার। কিন্তু আজ জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নগরায়নের চাপে পুকুর ভরাট হচ্ছে, আবহাওয়া অনিয়মিত হয়ে উঠছে। ফলে সেই সাবেকি পদ্ম চাষ যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনই চাহিদা বেড়ে চলেছে ছাদে হাইব্রিড পদ্ম চাষের দিকে।বুবাই দে-র এই প্রচেষ্টা প্রমাণ করে দিয়েছে, যদি নতুন ভাবনা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং পুরনো ভালোবাসাকে একত্র করা যায়, তবে জীবন বদলে যেতেই পারে। আজ তার পদ্মচাষ কেবল শখ নয়, তা আয়বর্ধক পেশা। বছরে কয়েক মাস এই চাষ থেকেই আসে কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত আয়। এক শিক্ষার্থীর হাতে এই অর্থের গুরুত্ব কতটা, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি এখন নিজেই নিজের খরচ চালাতে সক্ষম, বাড়িতে সাহায্যও করছেন।সবচেয়ে বড় কথা, বুবাই এখন কেবল পদ্মচাষ করেন না, অন্যদেরও উৎসাহ দেন ছাদে চাষ করতে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বহু তরুণ ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছেন তার সঙ্গে। কেউ কেউ শুরু করেছেন নিজের ছাদে চাষ, কেউ বা শিখতে চায় তার অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে একটি 'ছাদবাগান পদ্ম আন্দোলন' যেন জন্ম নিচ্ছে।একটি সাধারণ ঘরের ছাত্র, যে ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবত নিজের স্বপ্নের কথা, আজ তার সেই ছাদই হয়ে উঠেছে বাস্তবতার বর্ণময় প্রেক্ষাপট। পদ্ম শুধু ফুল নয়, বুবাইয়ের কাছে তা জীবন দর্শন। কঠোর পরিশ্রম, নিঃশব্দে লড়াই, অল্প পুঁজিতে বড় ভাবনা আর তার মধ্যে এক নির্মল সৌন্দর্যের প্রকাশ; পদ্ম যেন এই তরুণের আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে।আর এই সময় যখন তরুণদের অনেকেই হতাশা, বেকারত্ব, জীবনের অনিশ্চয়তায় ভুগছে, তখন বুবাইয়ের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় ; নিজের ভিতরেই রয়েছে সম্ভাবনার বীজ, শুধু দরকার তাকে আলো, জল আর স্বপ্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা।ছাদের টবে যে পদ্ম ফোটে, তা কখনও জলাশয়ের পদ্মের থেকে কম নয়। বরং সেখানে থাকে এক চুপচাপ লড়াইয়ের সৌন্দর্য, থাকে নিজের সীমা পেরোনোর এক জেদ। বুবাই দে সেই পদ্মফুলের মতই; শান্ত, ধীর, কিন্তু ভিতরে অসম্ভব দীপ্তি নিয়ে বেড়ে ওঠা এক তরুণ স্বপ্নদ্রষ্টা।হয়তো সময়ের স্রোতে একদিন পদ্মের ঘ্রাণ মিলিয়ে যাবে বাতাসে, কিন্তু এই স্বপ্নদ্রষ্টা ছেলেটির পদ্মবাগান থেকে ছড়ানো সাহস, উদ্ভাবন আর আস্থার গল্প থেকেই যাবে অনেক তরুণের মনে আলো হয়ে।

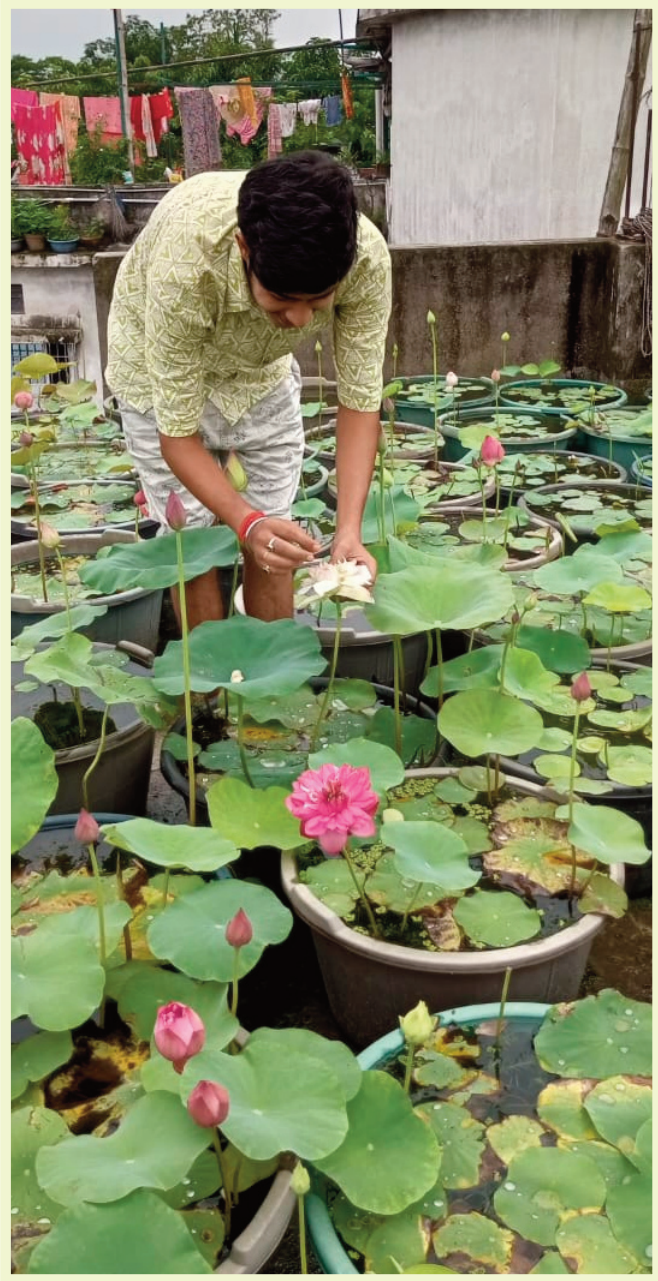

Naya Jamana Evening Edition.....1 June....._Layout 1 05-07-2025 18:41 Page 4

কোনও ভাবে যদি একবার মাত্র সুযোগ আসে তাহলে আমাকে গুলি করে দেবে মিমি !

রক্তবীজ ২'এর

মুক্তির আগেই নায়িকাকে নিয়ে কেন এমন বললেন শিবপ্রসাদ ?

নয়া জামানা ঃ টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচালকের সঙ্গে নায়িকার ঝামেলা নতুন নয় ।কিন্তু সে কথা সবসময় প্রকাশ্যে আসে না। এবার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে ঝামেলার কথা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ! এমনকী সেই ঝামেলা থেকে ভয়ংকর ঘটনাও নাকি ঘটিয়ে দিতে পারেন মিমি চক্রবর্তী ! সেটাও জানিয়েছেন পরিচালক নিজেই। 'রক্তবীজ'-এর ব্যাপক সাফল্যের পর ২০২৫-এর পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে 'রক্তবীজ ২'। আবারও 'সংযুক্তা মিত্র'র চরিত্রেই দেখা যাবে মিমি চক্রবর্তীকে। তবে ছবি মুক্তির আগেই পরিচালক ও নায়িকার ঝামেলা প্রকাশ্যে। সব জায়গাতেই বেশ হাসি মুখে দেখা যায় পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। তবে মিমি চক্রবর্তী নিজেও একাধিকবার স্বীকার করেছেন ঝামেলা বা হাতাহাতিতে তিনি সবসময়ই এগিয়ে থাকেন। তাই শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও চূড়ান্ত ঝামেলা মিমি চক্রবর্তীর। এমনকী যে কোনদিন পরিচালককে নাকি গুলি করে দিতে পারেন নায়িকা। ছবিতে মিমি চক্রবর্তীর লুক সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে এনে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পুজোয় মুক্তি পাবে রক্তবীজ ২, আবারও দেখতে পাবেন সংযুক্তা মিত্রকে। এই ভূমিকায় অভিনয় করছেন মিমি চক্রবর্তী। একমাত্র অভিনেত্রী যিনি পারলে আমাকে গুলি করে দেবেন, যার সাথে আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে সব থেকে বেশি ঝগড়া, তাও আমাদের পাঁচটি ছবির নায়িকা।' আসলে এই ঝামেলার কথা পুরোটাই মজা করে লিখেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কারণ কাজের সময় মান অভিমান হতেই পারে তবে মিমি চক্রবর্তী যে তাঁদের খুব পছন্দের অভিনেত্রী সে কথা নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন পরিচালক। উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থার ছবিতে মিমি চক্রবর্তীকে বারবার নতুনভাবে দেখেছেন দর্শক।

তাই মিমির অন্যতম পছন্দের দুই পরিচালক অবশ্যই নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই অনুরাগীদের মতে, এমন ঝগড়া ঝামেলা ও ভালবাসা চলতে থাকুক, সঙ্গে আছে থাকুক আরও ভাল বাংলা ছবি। সৌজন্যে ঃ আজকাল।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।